জাগো ২৪

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভালো-মন্দ বার্তা

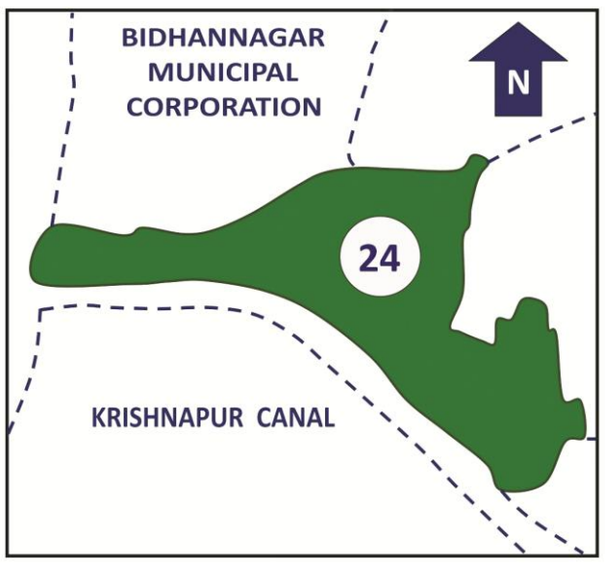

প্রথম বর্ষ , ষষ্ঠ সংখ্যা , আগস্ট ২০২২ , শ্রাবণ - ভাদ্র , ১৪২৯

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গত ২৯ শে জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণ দিবসে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি পাঠরত দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের মহান ব্রত নিয়ে আমাদের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তথা ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় "বিদ্যাসাগর প্রকল্প"-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন । উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়ার কর্ণধার ডা. সুজয় বিশ্বাস (Director and CEO of Techno India University) । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক এবং চিকিৎসকেরা । ওই একই মঞ্চে ২৪ নং ওয়ার্ডের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ।

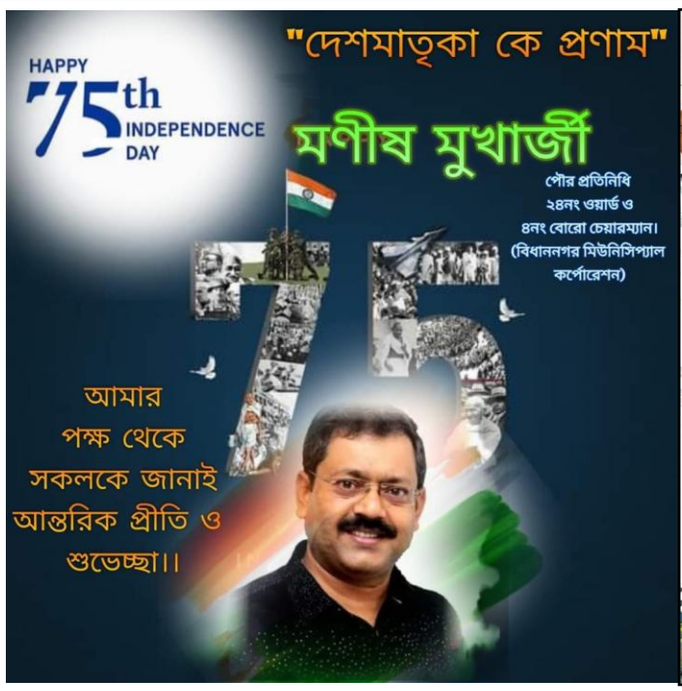

আলোকের এই ঝর্ণাধারায়

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দেরি করেই ঘুম ভেঙে ছিল আজ, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ যেতেই দেখি শ্রাবণের আকাশে মেঘের ঘনোঘটা, মনটা কি রকম বিষন্ন হয়ে উঠলো । আসলে প্রকৃতি, আমাদের চারপাশে বয়ে চলা জীবন, সেই জীবনের নানান ঘটনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও কোথাও অবচেতনে তারা আমাদের মনের ওপরে গভীর ছাপ ফেলে যায় । বুঝতে পারছিলাম আমাদের এই মুহূর্তের যে বৃহত্তর বেঁচে থাকা, সেই বৃহত্তর জীবনের ঘটনাবলী আমার মনের বিষন্নতার কারণ ।

আর তখনই ফোনটা এলো, ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো বাপ্পাদিত্যর কণ্ঠস্বর, দাদা জাগো ২৪ এর জন্য একটা লেখা দিতে হবে । বাপ্পাদিত্য শিল্প - সংস্কৃতি জগতের এক সফল আয়োজক, সেটা বড়ো কথা তো বটেই কিন্তু তার থেকে বড়ো কথা হলো ও ভাইয়ের মতো, ভালোবাসার জন, ওর কণ্ঠ কানে এলে কোথা থেকে এক রাশ প্রাণ, অক্সিজেন ঢুকে পড়ে আমার শরীরে । ও বললো, দাদা লেখাটা খুব পজিটিভ দৃষ্টিকোণের হয় যেন ।

ওর বলা ঐ দুটো শব্দ 'পজিটিভ দৃষ্টিকোণ' আমার চোখের ওপর থেকে শ্রাবণের যাবতীয় জমাট কালো মেঘ মুহূর্তেই সরিয়ে দিলো । আকাশে কালো মেঘ, জমাট মেঘই রয়েছে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে কোথা থেকে এক রাশ আলো এসে যেন পড়লো । বললাম, সন্ধ্যের মধ্যে লেখাটি পাঠিয়ে দিচ্ছি । ও বললো আচ্ছা । ফোন শেষ হলো ।

ওর ফোন শেষ হতেই আমার মন বললো কি সুন্দর, কি সুন্দর কথা বললো ও - পজিটিভ, সদর্থক, যার মধ্যে শুধু হ্যাঁ থাকবে, না থাকবে না, আলো থাকবে, কোনো অন্ধকার থাকবে না, যদি সত্যি আমাদের বৃহত্তর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে তবে এই তো সময় আলো জ্বালানোর । সূর্য ডুবে যায় যখন, যখন সন্ধ্যা নামে আমরা তো আলো জ্বালি, জ্বালাই না ? এটাই তো প্রকৃতির বার্তা । আজ এসেছে সেই বার্তা বহনের দিন ।

আজ ৬ ই অগাস্ট । মনে পড়ে গেল আজ থেকে সাতাত্তর বছর আগে এই দিনে ১৯৪৫ সালে আমেরিকা জাপানের দুটি শহর হিরোসিমা আর নাগাসাকির ওপরে পরমাণু বোমা ফেলেছিলো । ছাই হয়ে গিয়েছিল দুটি শহর, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন হানি হলো, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হলো, শুধু তাই নয়, সেই ঘটনা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে সেই ঘটনা ঘটার তিরিশ-চল্লিশ বছর পরেও রয়ে গেল তার রেশ, সেই ঘটনার পরেও যেসব জাপানিরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের সন্তান সন্ততিরা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাতে থাকলো । ভাবুন একবার কি ভয়ঙ্কর এই ঘটনা, সেই পরমাণু বিস্ফোরণের তিরিশ চল্লিশ বছর পরেও তার ভয়াবহতা মানুষকে তাড়া করছে । যাঁরা সেদিন মারা গিয়েছিলেন তাঁরা তো মারা গেলেন, কিন্তু যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁরা কি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারলেন ? পারলেন না । চিকিৎসকরা বললেন পরমাণু বিস্ফোরণ মানুষের জিনে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, কয়েক প্রজন্ম ধরে জাপানে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মাবে, এবং তাই হয়েছিল ।

কিন্তু তাই বলে কি জাপানের জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ? জাপানের মানুষ কি বেঁচে থাকতে ভুলে গিয়েছিল ? না কি জাপানের মানুষ দশকের পর দশক ধরে আমেরিকাকে অভিশাপ দিয়ে গেছে ? আর বুক চাপড়ে কেঁদে গেছে ?

এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হলো - না, না, এবং না ...

ঐ বিস্ফোরণের দশ বছরের মধ্যে জাপান পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল । যে দেশ ছাই হয়ে গিয়েছিল সে দেশ পৃথিবীর সামনে সোনার রাজপ্রাসাদ রূপে ধরা দিলো । এ কোনো কল্পকাহিনী নয়, এ কোনো সিনেমা, থিয়েটার নয়, এ এক আলোময় বাস্তব ।

এই বাস্তব আমাদের কী বলে গেল ? বলে গেল অন্ধকার যতো নেমে আসবে আমাদের ততো বেশি করে জ্বালাতে হবে আলো । আমাদের আলোর ঝর্ণাতলায় পৌঁছতে হবে । আমাদের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সেই পথে এগিয়ে চলেছে ।

সম্পাদকীয় কলমে

বাঙালি হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শোনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না । বাংলার মানুষদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি যদি কাজ না করতেন তাহলে আমাদের এই সমাজ আরও কয়েক দশক পিছিয়ে যেত । শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন যাতে বাংলার প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন । সমাজে আদর্শ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন । নারীদের শিক্ষার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন । পড়াশোনার গুরুত্ব সবাইকে বোঝানোর জন্য এবং একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। সেই মহান মানুষের লক্ষ্যকে পাথেয় করেই আমাদের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী ২৯ শে জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসেই শুভারম্ভ করলেন 'বিদ্যাসাগর প্রকল্প' । যেখানে অসহায় পরিবারের সন্তানেরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী পাবে । যাতে তারাই একদিন আগামী সমাজের এক নতুন কারিগর হয়ে উঠতে পারেন ।

ধন্যবাদ মনীষ মুখার্জীকে। আসুন আমরা সকলে মিলে এই মানুষটির পাশে থাকি যিনি সৃষ্টি করতে চান বিদ্যাসাগরের মহাসমুদ্রে "শিক্ষাসাগরে আগামীর ঢেউ" ।

পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর কলমে

" আমার কথা "

পিতামাতাসম আপনজন হলেন পরমগুরু শিক্ষক - মানুষ গড়ার কারিগর । এই সমাজের রক্ষক । জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হতে মানবমনের বিকাশ । তারই দানে, তারই জ্ঞানে শুভচেতনার প্রকাশ । পিতামাতা, আমাদের অভিভাবক । জন্মলগ্ন থেকে তাঁরাই তো আমাদের প্রথম শিক্ষক । শিক্ষাগুরুকে সম্মান দিয়ে তাঁরাই তো সুশিক্ষার পথে দায়িত্ব অর্পণ করেন, যাতে তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে ওঠে । সন্তানসম স্নেহদানে ধন্য সকল ছাত্রী ও ছাত্র, প্রকৃত শিক্ষক তো তিনিই যিনি তাদের আপন কন্যাপুত্র ভাবেন । একালের শিক্ষা এখন ঢাকা পড়েছে অর্থের গর্জনে । সামাজিক মর্যাদা এখন অর্থ উপার্জনে । মনকে উন্নত করাই প্রকৃত শিক্ষা । জ্ঞানার্জন করে চরিত্র গঠনই প্রকৃত শিক্ষা । অর্থকে উপেক্ষা করে আজ হয় না শিক্ষা দান, শিক্ষাকে মাধ্যম করে শুধু চলে অর্থের সন্ধান । সমাজে, পরিবারে অর্থের যত সমাদর । শিক্ষার গুণে তত পায় কি কেউ কদর ? প্রার্থনা করি শিক্ষা ও শিক্ষক হোক ছাত্রছাত্রীতে নিবেদিতপ্রাণ, হোক নিঃস্বার্থ । সার্থক শিক্ষায় জ্ঞানের হোক জয়, নিপাত যাক অর্থ । শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে থাকুক ছাত্রছাত্রীর নিবিড় সম্পর্ক, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ, আন্তরিকতা । পবিত্র শিক্ষাঙ্গন হতে বিদায় নিক অধর্ম।।

তাই গত ২৯শে জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিবসে সেই শিক্ষার প্রসারে অসহায় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে শুরু করলাম বিদ্যাসাগর প্রকল্প । সম্বর্ধনা দিলাম অঞ্চলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের । সম্মান জানালাম সেই সকল শিক্ষকদের - যাঁদের ওপরই ভর করে দাঁড়িয়ে আছে আজকের সুশিক্ষিত সমাজ । *(. . . . . ক্রমশঃ)*

- এই যে পরিষেবা আমাদের আবাসনের ও আশেপাশে পাওয়া যায় তা এখানে এসে গত দু'বছর ধরে দেখছি । আমি দিল্লি থেকে এখানে এসেছি, কিন্তু এত সুদৃঢ় পদক্ষেপ মশার উপদ্রব বন্ধ করার ও রাস্তার নর্দমা পরিষ্কার করার চেষ্টা কোথাও দেখিনি । অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য এই প্রচেষ্টা । আশা করি খাল পরিষ্কার করার চেষ্টাও শীঘ্রই ফলপ্রসু হবে । আমি খুবই খুশি যে আবাসন ও চারপাশ যথেষ্ট পরিষ্কার এবং সবুজ হয়ে উঠেছে । জল জমা কমেছে । যারা এ কাজ ক্রমাগত করে যাচ্ছেন তাদের অসীম শ্রদ্ধা জানাই। নিজেদের পরিশ্রমে শহরতলী পরিষ্কার রাখার এই প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাই । *- ইন্দিরা ঘোষ [AF - 144 (P - 12)]*
- It is hereby informed that we are totally satisfied about the area progress. Now sewerage system is totally improved and also request to clean the drain monthly basis & appreciate the work from our respected Councilor Sri Manish Mukherjee. Thanks and regards. *- Debjyoti Rana*
- প্রিয় মনীষ ভগবানের কাছে তোমার সুস্থ শরীর ও সাফল্য কামনা করছি । তুমি আমাদের যেভাবে দেখাশোনা করছো, আমরা খুব খুশী ও সন্তুষ্ট । এখন মনে হয়, কোনো চিন্তা নেই, তুমি তো আছো । তোমার ও আমাদের এই সু-সম্পর্ক ভগবান যেন বজায় রাখেন - এই কামনা করছি । *- মিতালী সাহা [AF - 61]*
- ভুলেই গিয়েছিলাম পৌরপরিসেবা কি বস্তু ? বহুদিন বাদে শ্রী মনীষ মুখার্জীর নব কলেবর কর্ম উদ্যোগে বুঝতে পারলাম পৌরপ্রতিষ্ঠান এখন সজাগ । মশারা পালিয়ে গিয়েছে । রাস্তায় ময়লাও দেখি না । সব ঝকঝক করছে । প্লাস্টিকহীন জলনিকাশী ব্যবস্থা । তবুও আশা করব জলনিকাশীর ব্যাপারে আরও সজাগ থাকা এবং একটু গুরুত্ব দেওয়া । মনীষের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই । *- বিদ্যুৎ ঘোষ [AD - 100]*
- মনীষ আমরা তোমাদের ব্যবহারে এবং কাজে খুবই খুশী হয়েছি । অবশ্য অনেক ছোটোবেলা থেকেই তোমাকে চিনি । তুমি জীবনে খুব উন্নতি করো এটাই চাই । তুমি দুবার আমাকে Ambulance এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে । তোমার কাকিমা এবং আমি এখন আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না বয়সের কারণে । ভালো থেকো । *- ভবেশ কাকু [AF - 243]*
- মনীষবাবু আপনি সত্যিই এই ওয়ার্ডের জন্য ভীষণ ভালো কাজ করছেন । আপনার activity আপনাকে অনেক দূর অবধি নিয়ে যাবে । রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এই অঞ্চলের সবাই আপনাকে ভালোবাসে । আপনার শরীর ও মন খুব ভালো থাকুক এটাই কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি । *- দীপক কুমার পাত্র [AC - 49]*
- আমরা পাড়ার কাজে খুবই সন্তুষ্ট । বিশেষ করে মশার জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়েছি । পাড়াতে আলোর ব্যবস্থা ভালো । রাস্তাও পরিষ্কার থাকে । সব থেকে বড় অসুবিধা হল পানীয় জল । এখানকার জলে এত আয়রন আছে যে শরীর খারাপ হয় । এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে দেখবেন । ভালো থাকবেন । *- দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [BD - 31]*
- আমরা নতুন Councilor শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে পাড়ার বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট সন্তুষ্ট । তাঁর চেষ্টায় পাড়া আলোকিত হয়েছে । মশা মারার জন্য নিয়মিত তেল spray করা হচ্ছে এবং রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে । আমরা আশা করবো উনি আরও অনেকভাবে আমাদের বসবাসের সুযোগ সুবিধার জন্য কাজ করে যাবেন । আমরা ওনার সাথে সবসময় আছি । All the Best - wish to him and his team, for the good work being done for us. Keep it up. Thank you. Your's sincerely. *- Dr. Debasis De [BD - 15]*
- মনীষ আমরা জানি তুমি আছো । তুমিই ১৯৯৫ সালের সেই নেতা, যে ছাত্র জীবনে আগে নিজের মাথা ফাটায়, তারপর প্রশাসন । তোমার উদাহরণ তুমি নিজেই । আজ শুধু বয়সটা বেড়েছে । আমরা জানি মনীষ মুখার্জী যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমাদের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সম্পূর্ণ নিরাপদ । শুধু ভাই যে কোন কাজে আমাদের ডেকো । আমরা আছি, আমরা থাকবো । *- সন্দীপ এবং গৌরী সরকার [AF - 88]*
- আপনি আমার থেকে বয়সে ছোট, কিন্তু কর্মে আমার থেকে অনেক বড় । গত ৩৬ বছরের মধ্যে আপনার পৌর শাসন আমার এতটা ভালো লেগেছে তা বলবার নয় । দেখুন আমি কোন পার্টি বুঝি না । শুধু দেখি কে বা কারা কেমন ভাবে দায়িত্ব পালন করে । আপনার শুধু কদিনের পরিচয়েই আমি এত খুশি হয়েছি যে বলার নয় । দায়িত্ব নিয়ে যারা দায়িত্ব পালন করে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি । তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে কি লিখলাম জানিনা, পারলে মাফ করবেন । *- সমীর কুমার রায়*
- মাননীয় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জী মহাশয় দক্ষ পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানে আমাদের পল্লীবাসীকে যেভাবে পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছেন তার ফলে আমরা সবাই খুবই অভিভূত এবং মুগ্ধ । তাছাড়া নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সাফাই কর্মীদের এবং মশা নিধনের ও স্বাস্থ্যপরিসেবায় স্বাস্থ্যকর্মদের নিরলস এবং একনিষ্ঠ ভাবে সেবা - সবাইকে মুগ্ধ করেছে । তাই পৌরপিতা মহাশয় এবং সাফাই কর্মী এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের আমরা একান্তভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । তাছাড়া প্রতিটি রাস্তা অলিগলিতে আলোর ব্যবস্থাও সুচারুভাবে করা হচ্ছে । তার জন্য ধন্যবাদ জানাই । *- শশাঙ্ক দত্ত [AF - 105/2]*
- মনীষ তুমি এখানে জিতবার পর এখানে অনেকের অনেক প্রত্যাশা বেড়েছে । আনন্দের বিষয় হলো তোমার কাজ আগের সবাইয়ের কাজের চেয়ে অনেক ভালো হচ্ছে । এখন প্রায়ই দেখা যায় ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে - যেটা এর আগে চিন্তাই করা যেত না । শুধু তাই নয়, এইভাবে ওষুধ দেওয়া, ব্লিচিং ছড়ানো সবই ভালো দেখলাম । কিছু ভেতরের রাস্তা নতুন করা হচ্ছে । শুধু একটাই অনুরোধ যে ফিল্টার ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা একটু pursue করো । *- বাদল মুখার্জি [AD - 205]*
- মাননীয় মনীষ মুখার্জীর কাছে প্রথমেই জানাই শ্রদ্ধা । আমাদের এলাকায় বহুদিন ধরেই রাস্তায় জল জমার দরুণ মানুষের নিত্যদিনের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল । কিন্তু মাননীয় মনীষ মুখার্জী নিজ উদ্যোগে রাস্তা উঁচু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়িত করেন । তাছাড়া আমরা সকলেই ছোটবেলা থেকে পড়েছি প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে । অথচ আমরা আজ পর্যন্ত প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে পারিনি । কিন্তু মাননীয় মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে আমাদের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । তাই আমার মনে হয় এইভাবে আমরা পরিবেশকে দূষিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি । আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ মাননীয় মনীষ মুখার্জী মহাশয় যেন আগামী দিনেও এমন ভাবেই মানুষের কল্যাণে কাজ করেন । *- অপরূপা কুণ্ডু [AD - 38]*

বিজনে আলোয়

- Sir, ধন্যবাদ আপনাকে, খুব সুন্দরভাবে আমাদের ওয়ার্ডে কাজ করার জন্য । একটা বিনীত অনুরোধ - আমার বাড়ীর কাছে একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় অল্প সময়ের জন্য । এই বিষয়টা একটু দেখুন । খুব ভালো কাজ করার জন্য আপনাকে ও আপনার সমস্ত Team কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ । আমি গত ৪০ বছর রবীন্দ্রপল্লীতে বসবাস করি । এই প্রথম এত ভালো কাজের একজন জনপ্রতিনিধি পেলাম । অশেষ ধন্যবাদ । *- কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস [BD - 114]*
- You are doing very good job. *- A.B. Pattanayak [AC - 53]*
- খুব ভালো কাজ হচ্ছে মনীষ । খালি বৃষ্টিতে জল জমাটা একটু বন্ধ করতে হবে । *- সুব্রত গুহ রায় [AD - 75/76]*
- মনীষ আমি তোমার মায়ের মতো, তাই তুমি বললাম । তোমার কাজের প্রচেষ্টায় আমি খুবই খুশী । *- মীরা ভট্টাচার্য্য [AF - 243]*
- হরি ওঁ তৎসৎ । আমাদের ২৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় যে সেবা দান করছেন, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ । ধন্যবাদ । আপনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি । *- শ্যামল মজুমদার [AC - 226/1]*
- মনীষদা আমরা খুব খুশী আপনার কাজে । এখন আমাদের এলাকা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে । *- সীমা বিশ্বাস [AC - 52]*
- Excellent service. We are very much satisfied. Keep it up, thanks. *- Samir Kumar Dev [AF - 94]*
- We are highly satisfied with overall work carried out by your office and team. *- Kaushik [P - 33, AF - 144]*
- Thank you মনীষ, তোমার লোকেরা দারুণ কাজ করছে । মশা নেই বললেই চলে, রাস্তা-ঘাট সব পরিষ্কার । এর আগে এরকম কোনদিন দেখিনি । আমরা Happy, তুমি ভগবানের কৃপায় ভালো থেকো । আরও ভালো কাজ করো । *- নিলিমা দে [AF - 64]*

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যেও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সারা মাস জুড়ে প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলে রোটেশন পদ্ধতিতে মশার তেল দেওয়ার কাজ করে হেল্থ ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা, তাদের কাজের কোন বিরাম নেই । সেইসাথে সারা মাসের উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান সম্বলিত 'জাগো ২৪' পত্রিকা বিনামূল্যে অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের তুলে দেওয়া হয় । ওয়ার্ডের মানুষ পৌরপিতার পৌরপরিসেবায় খুবই খুশি । মশার উপদ্রব আগের থেকে অনেক কম ।

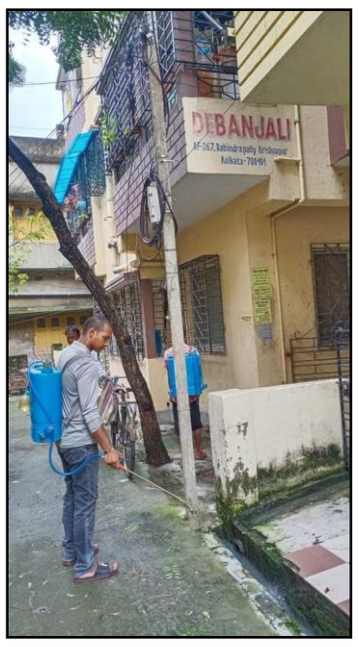

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় নিজে নালা-নর্দমা এবং পুকুরে গাপ্পি মাছ ছাড়ছেন ।

মশার ধোঁয়া দেওয়ার কাজ চলছে ।

চলছে নতুন রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ ।

- প্রথমে জানাই পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীকে অসংখ্য ধন্যবাদ । সন্তানের মাথার উপর যেমন পিতা-মাতা থাকেন তেমনি আমাদের মাথার উপর উনি আছেন । তিনি এই ওয়ার্ডে নির্বাচিত হয়ে আসার পরে এক সভায় ওনাকে বলতে শুনেছিলাম এই এলাকার মানুষ যদি জলের তলায় থাকে তাহলে আমিও জলের তলায় থাকবো । শুধু মুখেই বলা নয় এই এলাকায় উনি ঠিক ওই ভাবেই কাজ করছেন । উনাকে অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ । *- শিবানী সাহা পোদ্দার [AD - 281]*

- ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়, দক্ষ পরিচালনায় এবং তত্ত্বাবধানে আমাদের পল্লীবাসীকে যেভাবে পরিষেবা প্রদান করছেন, তার ফলে আমরা সবাই খুবই অভিভূত এবং মুগ্ধ । তাছাড়া নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সাফাই কর্মীরা এবং মশা নিধনের ও স্বাস্থ্যপরিসেবায় স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস এবং একনিষ্ঠ পরিসেবা সবাইকে মুগ্ধ করেছে । তাই পৌরপিতা মহাশয়, সাফাই কর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদেরও একান্তভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । তাছাড়া প্রতিটি রাস্তা অলিগলিতে আলোর ব্যবস্থা সুচারুভাবে করা হচ্ছে তার জন্যও ধন্যবাদ জানাই ।
- শশাঙ্ক দত্ত [AF - 105/2]

- মনীষ তুমি এখানে জিতবার পর এখানে অনেকের অনেক প্রত্যাশা বেড়েছে । তোমার কাজ আগের সবাইয়ের কাজের চেয়ে অনেক ভালো হচ্ছে । এখন প্রায়ই দেখা যায় ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে যেটা আগে চিন্তাই করা যেত না শুধু তাই নয়, এইভাবে ওষুধ দেওয়া ব্লিচিং ছড়ানো সবই ভালো দেখলাম । কিছু ভেতরের রাস্তাও নতুন করা হচ্ছে । শুধু একটাই অনুরোধ যে ফিল্টার ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা একটু pursue কর । *- বাদল মুখার্জি [AD - 205]*

- মাননীয় মনীষ মুখার্জীর কাছে প্রথমেই জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা । আমাদের এলাকায় বহুদিন ধরেই রাস্তায় জল জমার দরুন মানুষের নিত্যদিনের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল কিন্তু মাননীয় পৌরপিতা নিজ উদ্যোগে রাস্তা উঁচু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়িত করেন । তাছাড়া আমরা সকলেই ছোটবেলা থেকে পড়েছি যে প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে পারিনি । কিন্তু মাননীয় মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে আমাদের ২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । তাই আমার মনে হয় এইভাবে আমরা পরিবেশকে দূষিত হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারি । আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ উনি যেন আগামী দিনেও এমন ভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করেন ।
- অপরূপা কুণ্ডু [AD - 38]

বৈদ্যুতিক তারের ওপর গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই গাছের অতিরিক্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলা হচ্ছে ।

প্রতিদিন কনজারভেন্সি ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের তত্বাবধানে ২৪ নং ওয়ার্ড জুড়ে এভাবেই চলে নর্দমা সাফাই, পাঁক তোলা, রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার সাথে সাথে আগাছা এবং জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ ।

চলছে প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান এবং জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে ।

২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই । যাঁরা এখনো নির্দেশিকা মানছেন না তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা অবিলম্বে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করুন । অন্যথায় আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য্য করতে বাধ্য হব । ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের কাছে অনুরোধ - আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে 98744 21441 / 96749 66239 / 98743 36030 এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান । আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে । আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন ।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নং ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌরনিগম

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ১১ ই আগস্ট পালিত হল রাখী বন্ধন উৎসব ।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে, বিধাননগর পৌরনিগমের ব্যবস্থাপনায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জী কেষ্টপুরের দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে স্কুল ড্রেস তুলে দিলেন ।

দমদম লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ শ্রী সৌগত রায় মহাশয়ের জন্মদিন পালিত হল ২৪ নং ওয়ার্ডে ।

সম্পাদক :- শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ :- শ্রী সুদীপ্ত সেন

দূরভাষ :- 98317 65251 / 87770 98458 / 98303 11696 / 98319 14723

হোয়াটস্ অ্যাপ :- 98317 65251 / 98303 11696

(আমাদের পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া, কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে)

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ১৫ ই আগস্ট ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ।

গত ২০শে আগস্ট বিধাননগর পৌরনিগমের উদ্যোগে, ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় বুস্টার ডোজসহ কোভিড ভ্যাকসিন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

মনীষ মুখার্জীর পরিচালনায়, প্রতি মাসেই চলছে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের কাজ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর শ্রদ্ধাঞ্জলী ।

সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী বাঁক কাঁধে জল নিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে দেবাদিদেব শিবের মাথায় জল ঢালতে যান । বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর সুন্দর ব্যবস্থাপনায়, কেষ্টপুর ব্রীজের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করলেন শিবানুরাগী ভক্তরা । তাঁদের উৎসাহ দিলেন মনীষ মুখার্জী দাদা ।

পৃথ্বীশ দেওয়ানজী [চতুর্থ শ্রেণী]

সায়নী দে [ষষ্ঠ শ্রেণী]